সংবাদ

তারিখ: 11 APR 2017
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

কোচিং বাণিজ্যে জিম্মি শিক্ষার্থীরা

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

গাইবান্ধার সুন্দরগঞ্জ উপজেলার আনাচে-কানাচে ব্যাঙের ছাতার মতো কোচিং সেন্টার গড়ে উঠেছে। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মরত শিক্ষকরা ঐ কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িত থাকায় শিক্ষার্থী ও অভিভাবকরা জিম্মি হয়ে পড়েছে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধ্যয়নরত শিক্ষার্থীরা শিক্ষকদের কোচিং ও প্রাইভেট বাণিজ্যের কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ক্লাস করার চেয়ে কোচিং সেন্টারে ক্লাস করার আগ্রহী বেশি।

সুন্দরগঞ্জ

জানা গেছে এক শ্রেণীর সুবিধাভোগী শিক্ষক সরকার নিষেধাগ ও চাকরি বিধি এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিয়মনীতিকে উপেক্ষা করে দেদার কোচিং বাণিজ্য চালিয়ে যাচ্ছে। এমনকি কলেজের অধ্যক্ষরাও কোচিং বাণিজ্যের দিকে ঝুঁকে পড়েছে। এসব কোচিং সেন্টারের সাথে জড়িয়ে পড়ছে শিক্ষিত বেকার যুবক-যুবতীরাও। তার পাবলিক পরীক্ষাসমূহে ভালো ফল অর্জনকারী শিক্ষার্থীদের ছবি সংবলিত দৃষ্টিনন্দন বিজ্ঞাপন লিফলেট বিতারণ করা ছাড়াও মাইকে চটকধরক প্রচারণা চালিয়ে শিক্ষার্থী ও অভিভাবকদের আকৃষ্ট করে মোটা অংকের অর্থ হাতিয়ে নিচ্ছে। শিক্ষার্থী ছেলে-মেয়েদের কোচিং ও প্রাইভেটের টাকা জোগান দিতে হিমশিম খাচ্ছে অভিভাবকরা। কোচিং সেন্টারে বিষয় ভিত্তিক মাসিক নির্দিষ্ট অঙ্কের টাকা ছাড়াও ভর্তি ফিসহ বিভিন্ন ধরনের ফির অজুহাত দেখিয়ে প্রথমেই মোটা অঙ্কের অর্থ হাতি নেওয়া হয়। এসব কোচিং সেন্টারের ভাড়া নেয়া রুমে গাদাগাদি করে ক্লাস নেয়া হয়ে থাকে। কোন কোন কোচিং সেন্টারে মাসিক বেতন ৭শ থেকে ১ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হচ্ছে। প্রাইভেটের দৃশ্যপট আরও ভয়ঙ্কর। এক সাথে ৩০/৪০ জন শিক্ষার্থী নিয়ে একটি ব্যাচ করেন প্রাইভেট শিক্ষকরা। বাংলা, ইংরেজি ও সাধারন অঙ্কের শিক্ষক ছাড়াও বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষকরা সাধারণত বিষয়ভিত্তিক প্রাইভেট পড়ান।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.................
তারিখ.................
চীফ, পরিসংখ্যান বিভাগ
চীফ, ডি.এল.পি বিভাগ
সিস্টেম এনালিষ্ট
সিস্টেম ম্যানেজার
প্রশাসনিক কর্মকর্তা
পি.এ.
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর